Name : Sajia Afrin

ID : 201-34-262

Course : Art of living

Course Code: AOL- 215

Scanned with CamScanner

বিশ্বকবি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' সর্বদা গ্রন্থগত বিদ্যার থেকে চিন্তামুক্তি এবং কল্পনামুক্তির দ্বারা মানুষের মধ্যে কতটা স্বাধীন মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে, সেই বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন। তেমনি তার 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটিতেও তিনি সবার মধ্যে স্বাধীন শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে বলেছেন। মানুষের শিক্ষা কখনোই পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাইরের জীবন ও জগত সম্পর্কেও বিরনা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানুষ শুধু বইয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পছন্দ করে। বইয়ের পড়া মুখস্থ করে হয়তো একাডেমিক ফলাফলটা ভালো করা যায় কিন্তু এই জ্ঞান দিয়ে কখনও নিজের ব্যক্তিক এবং জাগতিক পরিধির বিস্তার ঘটানো যায় না। শিক্ষা আবশ্যক কিন্তু আমরা কি আদৌ শিখার জন্য বা জানার জন্য পড়ি! পাঠ্যবইয়ের বাইরে কখনো মনের কোনো বই পড়ি! কেউ কেউ পড়লেও সে সংখ্যাটা সীমিত। আমাদের শিক্ষাটা হতে হবে উদ্দেশ্যমূলক। যার মাধ্যমে আমাদের নৈতিকতা, সহমর্মিতা বোধটাও জাগ্রত হয়। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি পড়ে বুঝতে পারি, প্রদেশের বেশির ভাগ মানুষ যে শিক্ষা গ্রহন করে তা কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে। প্রতিটা বাবা মাও শুধুমাত্র এই লক্ষ্য পূরনের জন্যই ছোটবেলায় ব্যাগ ভর্তি বই খাতা দিয়ে ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠায়। যে বয়সটা তাদের খেলাধুলা করে কাটানোর কথা সেই বয়সে তার স্কুলের গন্ডির মধ্যে থাকে। এতে তাদের মানসিক চিন্তাকর্ষক ব্যহত হয়।
তারা একটা কারারুদ্ধ জীবন অতিবাহিত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছেন আমাদের শিক্ষাটা যাতে আনন্দের সহিত হয়। আমাদের শিক্ষা এবং জীবিকা নির্বাহের হারটা যেন সমানুপাতিক হয়। আগাগোড়া কিছুই না বুঝে মুখস্থ করাকে তিনি না চিবিয়ে গিলে খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। এইরকম আনেক বিষয়ই তিনি তার প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। মূলত, আমাদের শিক্ষাটা যেন বাস্তবিক হয়, কর্মক্ষেত্রে এবং জীবনের উদ্দেশ্যেই যেন আমরা আমাদের এই শিক্ষাটা কাজে লাগাতে পারি, জগতের সব-কিছু সম্পর্কে যেন আমাদের স্বচ্ছ ধারনা থাকে এটিই ছিলো প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

Scanned with CamScanner